بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর প্রস্তুতি ও প্রস্থানের ঈমান বৃদ্ধিকারী স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৬ জুন, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতির কিছু পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। উমাইয়া বিন খালাফ এবং আবু লাহাব যুদ্ধে অংশগ্রহণ এড়াতে চেয়েছিল। তখন আবু জাহল উমাইয়া বিন খালাফের কাছে এসে বললো: আপনি কুরাইশদের নেতাদের একজন, আপনি যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেন, তবে লোকেরাও পিছু হটবে, তাই আপনাকে অবশ্যই আমাদের সাথে যেতে হবে, অবশ্যই আপনি এক বা দুই দিনের সফরের পরে ফিরে আসবেন।

প্রকৃতপক্ষে, উমাইয়ারা যুদ্ধে যাওয়া এড়াতে সক্ষম হয়েছিল কারণ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইয়াদের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে এর বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

আবু লাহাব তার জায়গায় আরেকজনকে পাঠায়। তার না যাওয়ার কারণ ছিল আতাকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্ন। আবু লাহাব বলত, 'আতাকার স্বপ্ন হ'ল কারো হাতে কিছু দেওয়ার মতো।

মক্কার কাফেরদের সৈন্যদল প্রচন্ড উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে রওয়ানা হল। সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল এক হাজার। তাদের কাছে একশত বা কারো মতে দুইশত ঘোড়া, সাতশত উট, ছয়শত বর্ম এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম যেমন বর্শা, তলোয়ার ও ধনুক ছিল প্রচুর।

কুরাইশের লোকেরা মক্কা ত্যাগ করে মদীনার দিকে বিরাশি মাইল দূরে অবস্থিত জাহফা নামক স্থানে অবতরণ করে। এখানে জাহাইম বিন সালাত নামক এক ব্যক্তি লোকদের কাছে একটি স্বপ্ন বর্ণনা করলেন যাতে তিনি একটি দৃশ্য দেখেন যে একটি লোক একটি ঘোড়ায় চড়ে এসেছে এবং একটি উট তার সাথে ছিল এবং সে বলল, উতবাহ বিন রাবিয়াহ, শাইবা বিন রাবিআহ, আবুল হাকাম বিন হিশাম অর্থাৎ আবু জাহল, উমাইয়া বিন খালাফ এবং কুরাইশের অমুক অমুক সর্দারকে হত্যা করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তার উটের গলায় একটি বর্শা নিক্ষেপ করে আমাদের তাঁবুর দিকে ছেড়ে দেন। তখন সেই উটের রক্ত আমাদের সেনাবাহিনীর প্রতিটি তাঁবুতে লাগে। আবু জাহল এই স্বপ্ন শুনে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও ক্রোধের সাথে বলল যে, বনু আব্দুল মুত্তালিবে আরেকজন নবীর জন্ম হয়েছে। আগামীকাল যুদ্ধ করলে বোঝা যাবে কারা নিহত হয়েছে।

আবু সুফিয়ানও আবু জাহলকে বার্তা পাঠান যুদ্ধ এড়াতে চেষ্টা করার জন্য।

আবু সুফিয়ানের এই বার্তা শুনে আবু জাহল বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই বদরে যাব এবং সেখানে আমরা আমাদের উট জবাই করব, আমরা মদ পান করব, আমাদের দাসীরা আমাদের সামনে গান গাইবে। এভাবে আমাদের যাত্রা ও সৈন্যবাহিনীর খবর সারা আরবে পৌঁছে যাবে এবং তারা সবসময় আমাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে।

আবু সুফিয়ানের এই বার্তায় বনু আদী ও বনু জাহরা ফিরে যায় এবং তারা যুদ্ধে যোগ দেয়নি। আবু তালিবের পুত্র তালিবও কাফেরদের সাথে ছিল, পথে কাফেররা তাকে বললো আমরা জানি তুমি আমাদের সাথে এসেছো কিন্তু তোমার প্রকৃত সহানুভূতি মুহাম্মদের সাথে। এতে তালিব তার অনেক সঙ্গী নিয়ে ফিরে আসেন। তাবারীর একটি অনুচ্ছেদে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তালিব বলপ্রয়োগ করে মক্কার কাফেরদের সাথে বের হয়েছিলেন, কিন্তু নিহত বা বন্দীদের মধ্যে তাঁর উল্লেখ নেই, একইভাবে তিনি ঘরেও ফেরেননি।

মহানবী (সা.) রমযান, ২ হিজরীর ১২ তারিখে মদিনা ত্যাগ করেন। তাঁর সাথে তিনশ'র কিছু বেশি সাহাবী ছিলেন, অধিকাংশ হাদিসে মুসলমানদের সংখ্যা তিনশত তেরো বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৪ জন মুহাজির এবং বাকিরা ছিলেন আনসার। এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ যাতে আনসাররাও যোগ দেয়। হযরত উসমান বিন আফফানকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মদীনায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া বিনতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) অসুস্থ ছিলেন।

মহানবী (সা.) যখন যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হতে লাগলেন, তখন উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নাওফল নামক এক মহিলা তাকেও জেহাদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'আমি আপনার সাথে অসুস্থদের চিকিৎসা করব। হয়ত আল্লাহ্ আমাকেও শাহাদত দান করবেন।' মহানবী (সা.) তাকে বললেন: "আপনি বাড়িতেই থাকুন, আল্লাহ্ আপনাকে শাহাদাত দান করবেন।" অতঃপর হযরত উমরের খেলাফতকালে উম্মে ওয়ারাকা তাঁর ক্রীতদাস ও একজন দাসীর হাতে নিহত হন এবং এভাবে নবীজির ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের পাঁচটি বা কয়েকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী দুটি ঘোড়া ছিল। ষাটটি বর্ম, সত্তর বা আশিটি উট ছিল। সাহাবায়ে কেরামের জন্য রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেনঃ হে আল্লাহ! এরা খালি পায়ে, ওদের সওয়ারি দান কর। এরা নগ্ন দেহ, তাদের পোশাক দাও। তারা ক্ষুধার্ত, তাদের পরিতৃপ্ত কর। এরা গরীব, তোমার কৃপায় তাদের সমৃদ্ধ কর। সুতরাং এই দোয়া কবুল হয়েছিল এবং যুদ্ধের শেষে এমন কেউ ছিল না যে যাত্রার সামর্থ্য রাখত না। দ্রব্যসামগ্রী তাদের এমন ছিল যে, খাওয়া-দাওয়ার কোনো অভাব ছিল না, বস্ত্রহীনদের বস্ত্রও দান করা হল। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির বদলায় এত বেশি তারা প্রাচুর্য লাভ করেছিল যে প্রতিটি পরিবার ধনী হয়ে ওঠে।

হযরত উসমান ছাড়াও কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু উমামা ইবনে সা'আলবা (রা.)-এর মা অসুস্থ ছিলেন, হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা.) যিনি অন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন, তাকে সাপে কামড়েছিল এবং তিনি যুদ্ধে যেতে পারেননি। একইভাবে পথিমধ্যে মহানবী (সা.) কিশোর মুজাহিদদেরকে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। উমায়ের বিন আবি ওয়াক্কাসও তাদের মধ্যে ছিলেন। ফিরে যাওয়ার আদেশ শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন, যা শুনে মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি দিলেন। এরপর তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়ে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন।

আজ এমন সময় এসেছে, যখন মানুষ ইসলাম ও ঈমানের জন্য ত্যাগ এড়ানোর জন্য অজুহাত ও বাহানা খোঁজে এবং যখন সময় আসে তখন তারা বলে যে আমাদের এই এই অসুবিধা এবং এই এই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অথচ মহানবী (সা.) -এর নেতৃত্বে মুসলমানদের মধ্যে ত্যাগের চেতনা গড়ে উঠেছিল।

এই সফরে মহানবী (সা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুমকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। তবে মাঝপথে আবদুল্লাহ্ একজন অন্ধ ব্যক্তি এবং মদিনার প্রশাসনকে শক্ত থাকতে হবে এই ধারণায় তিনি (সা.) আবু লাবাবা বিন মুনযার (রা.)কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে ফেরত পাঠান। একইভাবে তিনি আসিম বিন আদীকে কুবার আমীর নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর পতাকা মুসআব বিন উমায়েরকে প্রদান করেছিলেন। এই পতাকা ছিল সাদা। এ ছাড়া দু'টি কালো পতাকা ছিল, যার একটি হযরত আলীর হাতে ছিল। এই পতাকাটি হযরত আয়েশার চাদর থেকে তৈরি করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় কালো পতাকাটি ছিল একজন আনসারী সাহাবীর কাছে। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, ইসলামী সেনাবাহিনীর তিনটি পতাকা ছিল। হিজরতকারীদের পতাকা হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে, খাযরাজ গোত্রের পতাকা হযরত হাবাব ইবনে মুনযারের হাতে এবং আওস গোত্রের পতাকা হযরত সাদ ইবনে মুআযের হাতে ছিল।

অবশিষ্ট অংশের স্মৃতিচারণ আগামীতে করা হবে একথা বলে হুযুর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত মরহুমগণের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁদের নামায জানাযা আদায়ের ঘোষণা প্রদান করেন।

১. মুকাররম সেখ গুলাম রব্বানী সাহেব যুক্তরাজ্য, ২. মুকাররম তাহের এ জি হামা সাহেব

মাহদী আবাদ, ডোরি, বুরকিনা ফাঁসো, ৩. মুকাররম খাজা দাউদ আহমদ সাহেব, ৪. মুকাররম সৈয়দ তানভীর শাহ সাহেব সিসকাটন, কানাডা, ৫. মুকাররম রানা মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ্ ।

হুযুর আনোয়ার মরহুমগণের মাগফেরাত এবং উচ্চ মর্যাদালাভের দোয়া করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

বিশেষ ঘোষণা: নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রুহানী খাযায়েন এর অন্তর্গত ১. তোহফায়ে বাগদাদ (বাগদাদবাসীদের জন্য উপহার) এবং ২. নূরুল কুরআন (আল্ কুরআনের জ্যোতি)। পুস্তকগুলি সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য ক্যাটলগ দ্রষ্টব্য। -ধন্যবাদ

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
16 June 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in